দাহ

▣ বিধান চন্দ্র দে

দৃশ্যটা প্রথম নজরে পড়ল অনলের।

চোখে পড়ার মত জায়গা নয়। আলো-আঁধারি ঘিরে রেখেছে। দু'ফুটি ড্রেন আর ইউরিনাল পয়েন্টের পাশে এক চিলতে স্থান। হাট বার। শ'য়ে শ'য়ে লোক আসা-যাওয়া করছে। পেছনটা জুড়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের ইয়া বড় অফিস। সেই সন্ধ্যে থেকে লোডসেডিং চলছে। একটু আগেই হাতির বৃংহন শব্দ করে জেনারেটারটা চালু হয়েছে। পূর্ব প্রান্তের সারি সারি দোকান গুলোতে বেসরকারী কানেকশ্‌ন মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে।

আকাশের বুক ভরা কালো মেঘ। মাঝে মাছে বিদ্যুতের ঝলকানি। সাঁঝ-সন্ধ্যে থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি ঝরছে। এখানে ওখানে পথের খানা-খন্দে জমে পড়েছে জল।

অনল আশির দাঙ্গার দু'বছর পর গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। দাঙ্গার বচর গুলিতে সে পরীক্ষা দিতে পারেনি। অনেক গুলো বছর বেকার যন্ত্রণায় ভুগছে। দল করেনি, কোন দলও তাকে ফিরে দেখেনি। গেল বছর একরকম সেধেই ওয়ার্ড মেম্বার বলেছিলেন– কিরে, কিছু একটা কর। এতগুলো বসন্ত পার করে এসেছিস্ কিছু না করলে, তোর নাম কি করে সুপারিশ করি বল ?

অনল বুঝে ছিল কথাটা। সেই শুনেই খাটছে। আর মাত্র চারটে দিন। তারপরেই লোকসভার ইলেকশান। সারাদিন দৌড়-ঝাঁপ, পথসভা, মিছিল-মিটিং, ফ্লাগ-ফেস্টুন-পোষ্টার লাগানো। বাড়ি বাড়ি ভোটার স্লিপ পৌঁছে দেওয়ার কাজ প্রায় শেষ লগ্নে এনে ফেলেছে ওরা। এখনও শ'দুয়েক ভোটার স্লিপ অনলের পকেট পড়ে রয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যে থেকেই মনটা খারাপ। সারাদিনের ধকলের পর অবসন্ন শরীরেই দূরদর্শনের একজিপ পোল দেখতে বসেছিল। তার মনে হল এবারও হ্যাং পার্লামেন্ট হবে, অকাল বোধন বিফলেই যাবে। তাছাড়া পার্টিও সুইটেবল কন্ডিশনে নেই বলেই মনে হল। রাত্রে বুথ অফিসে ওয়ার্ড মেম্বার অভয় দিয়ে বলেছিলেন– ঘাবড়াস নে অনল, ওসব আয়াস করা এন্যালাইসিস, বুঝলি। একদম বোগাস। দেখবি পোল রেজাল্ট এলে আমাদের পার্টি সুইপ করে দেবে। এখন কাজ করে যা। ফলা-ফলে আমরাই দেখে নিস্ জিতবো। কিরে কথা বলছিস না যে ! –না, দাদা ভাববেন না। আমরা সব ঠিক করছি।

সাত সকালে ক্রিং ক্রিং টেলিফোনের রিং শুনে অনলের ঘুম ভাঙলো। ঘুম জড়ানো চোখে রিসিভার তুললো। অপর প্রান্তে রিন্টুর গলা। ওর পাশের বাড়ীর রঞ্জনদা পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর কাজ করেন। উনি সহ আরো সাতজন থালাছড়া থেকে কিড্‌ন্যাপড্ হয়েছেন। আর তুই ছামার কাছে প্রকাশ্য রাস্তায় বৈরী গুলিতে দু'জন ডেড।

খবরটা শুনে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল অনলের। ডায়াল ঘুরিয়েই রিং করলো ওয়ার্ড মেম্বারকে।

হ্যালো, দাদা না কি ? আমি অনল বলছি– থালাছড়ার ইনসিডেন্টটা কি ঠিক ? কোন কর্মসূচী আছে কি ?

ফোনের অপর প্রান্ত নীরব। লাইন কেটে গেল।

বিরক্ত হয়ে অনল রিসিভার নামিয়ে রেখে জানালার পাশে এসে দাড়াল। বাইরে তখন সূর্য্যের হলদে আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে। রাস্তা দিয়ে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ভ্যান গাড়ি যাচ্ছিল। আর বাচ্চারা একসঙ্গে কোরাস গাইছিল– 'উই শেল ওভার কাম, উই শেল ওভার কাম, উই শেল ওভার কাম সাম ডে...

মাত্র আড়াই মাস আগে একটা নির্বাচন হয়ে গেল। পঞ্চায়েতীরাজ। দলীয় প্রার্থীর পক্ষে কাজ করতে সারা 'হুরুয়া' গ্রামটা চষে ফেলেছিল অনল। কত বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। 'হুরুয়া' নামটিই বুনো, রোমাঞ্চকর। শিলঙের এক বাঙালী লেখক বলেছিলেন এই নামটি 'হর্ষ-চরিত' রচনাকার বাণভট্টের দেওয়া। বাঃ, বেশ আকর্ষণ করে গ্রামটা। জিওল, মান্দার আর বাঁশ বন দিয়ে ঢাকা গ্রাম। পাহাড়ি জংলার ফাঁকে ফাঁকে টিলায় টিলায় বসতি ঘর। শীতের শেষে মান্দারের লাল ফুলে সেজে ওঠে এ স্থান।

গ্রামবাসীর কাছে শোনা গেছে, আগে এখানে প্রায়শই বাঘের উৎপাত হতো। গাছে গাছে ছিল বাঁদর। মাঝে মাছে মিলত সজারু, বনরুই। আরো কত পশু-পাখির কল-কাকলি। এখন সুনশান। রাস্তা ঘাট হয়েছে। পৌঁছে গেছে ইলেকট্রিসিটি। অনেকেরই ঢেউ টিনে ছাওয়া মাটির ঘর। বিদ্যুতের হুক লাইন তার ইতঃস্তত ঝুলছে। আবার কিছু কিছু ঘরের চাল উড়ে গেছে ঝড়ে। হেলে মত। ভাঙা চাল জুড়ে রয়েছে লাউ ডগা আর বরবটি লতা। কোন কোন বাড়িতে দু'একটা মুরগী, হাঁস, ছাগল ছানাও অনল দেখতে পেল। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বাঁশ-বেতের অর্ধনির্মিত দ্রব্যাদি ছড়িয়ে রয়েছে সে দেখেছিল।

অনল শিক্ষিত ছেলে। এক নজরেই অনুমান করেছিল স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে গ্রামের বিকাশের রূপরেখা।

পঞ্চায়েত ভোটেই পরিচয় হয়েছিল অবনী মালাকারের সঙ্গে। ঘরের দাওয়ায় বসে আপন মনে ছোট ছোট লাকড়ির বোঝা বাঁধছিল। অনলদের দেখে আপ্যায়ন করল। একটা দু'এক জায়গা ছিঁড়ে যাওয়া পাটি বিছিয়ে দিয়েছিল।

অনল পরিচয় দিয়ে পার্টির পক্ষে বক্তব্য রাখে। বর্তমান সময়ের গ্রাম বিকাশ, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রাসঙ্গিকতা, অর্থনৈতিক অস্থিরতা এক নাগাড়ে বলে সে থামলো। বেচারা অবনী হা করে এতক্ষণ সব শুনলো।

অনল ভোটার স্লিপ বের করে অবনীকে দেয়। ইত্যবসরে পারিবারিক কিছু তথ্য সে

জেনেও নেয়। অবনী ছোটবেলা থেকেই ওর বাপের সঙ্গে লাকড়ির বোঝা বাজারে নিয়ে বিক্রি করে সংসার প্রতিপালনের দায় কাঁধে নিয়েছিল। এখনও জংলা থেকে খড়ি আহরণ আর বোঝা আকারে তৈরী করে শহরের বাজারে বিক্রি করেই তার সংসার চলছে। এ্যাটলাসের পৃথিবী বহনের মতো। এ জাত ব্যবসার বোঝা বহন অবনীর কাছে অসাধ্য হয়ে আসছে।

শহরের লোকেরা এখন রান্নার গ্যাস, ষ্টোভ ব্যবহার করেন। খড়ি লাকড়ির পানে ফিরেও তাকান না। কয়েকটা ছোট বিস্কুট ফ্যাক্টরী, লোহা-লক্কড়ের ঝালাই দোকান, আর হোটেল মালিকেরা কিছু কিছু লাকড়ি নিচ্ছেন। তাও আবার যাচ্ছেতাই দামে। তাছাড়া সরকারী বন কেটে আনা নিষেধ। লুকিয়ে চুরিয়ে আনতেও হ্যাপা। বিরক্ত হয়ে বড় ছেলেটা কিছুদিন যাবৎ রিক্‌শা টানছে। এই এক আয়ের বিকল্প পথ। কিন্তু লাকড়ি টানা আর ঠেলা রিক্‌শা টানা একই। এক ভাবে বাঁচতে পারলেই হলো।

অবনী ছেলের কথায় ঘাড় নেড়ে সেদিন সম্মতি দিয়েছিল– হ্যাঁ রে, টানা বহনই তো আমাদের জীবন। সংসারের ঘানি টানতে টানতে সাঙ্গ হবে একদিন কাঁদা-হাসা।

দুই

সন্ধ্যের ঝির ঝির বৃষ্টি এখনও ঝরছে। সঙ্গে দমকা হাওয়া। সারাদিনের কাজের ধকল সয়ে অনল বাড়ী ফিরছে। এমন সময় একটা পুরোন ডি মডেলের লরি ঢ্যাডাং ঢ্যাডাং শব্দ করে এই দিকেই আসছিল। অনল একেবারে ফুটপাতের ধার ঘেষে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ির হেড লাইটের তীব্র আলোয় তার নজর একটি দৃশ্যের প্রতি আবদ্ধ হল।

একপাশে লাকড়ির বোঝায় ঠেস্ দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে আছে একটি লোক। কালো মতন। তার গা গড়িয়ে বৃষ্টির জল ধুয়ে মুছে নামছে। উদোম গা। দেখে মনে হবে একটা ষ্ট্যাচু।

অনল একটু এগিয়ে লোকটাকে দেখতে লাগল। খানিকক্ষণ দেখে মনে হল লোকটি তার চেনা। স্মৃতি মন্থন করে মনে হল– এ হুরুয়া গ্রামের অবনী লাকড়িওয়ালা। দু'পা এগিয়ে অনল ডাক দিল। কোন উত্তর এলো না। এবার সামনে ঝুকে জোরে ডাকল। এবারও নিরুত্তর ! একটু বিরক্ত হয়ে অনল চলেই যাচ্ছিল। আবার কি মনে করে অবনীর নগ্ন কাঁধে আলতো করে ঠেলা দিতেই চমকে উঠল। চরাচরের যত শীতলতা যেন গ্রাস করেছে এ দেহ। যে উত্তাপ সে বহন করে এনেছে মানুষের তরে আজীবন, তা বিকিরণ করে করে আজ হিম শীতল।

মুহূর্ত্তে লোক জড় হয়ে গেল অনলের ডাকাডাকিতে। পথচারী অনেকেই ছাতা উচিয়ে জটলার কারণ জানতে চাইলেন। অনেকে মারা গেছে একজন লোক শুনেই সটান কেটে পড়লেন।

দমকা হাওয়া। কালো ঘুটঘুটে রাত। হাজারো ঝামেলা মিটতে বারটা বাজলো, পুলিশ এলো। এক্সিডেন্ট ইনসিডেন্ট শুনে এলো দমকল। তবে হসপিট্যালে পোষ্টমর্টেমটা হয়ে গিয়েছিল চট্ জলদি। কিছু না হার্ট এ্যাটাক ! অবশেষে ডেড বডি পৌঁছল শ্মশানতলা। জুরি নদীর পাড়।

এই ফাঁকে অনল ওয়ার্ড মেম্বারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল। ওনার খাস সেক্রেটারি এসে খবর দিয়ে গেলেন - স্যার আসতে পারবেন না। শ্মশান তলার পার্টিকর্মীদের নিয়েই যাতে দাহকার্য্য সমাধা করে নেয় অনল।

গভীর রাত।

ঝির ঝিরে বৃষ্টি।

শ্মশান তলার খালিক, ভূপতি, হরিশ, ঠাকুর ভাইয়েরা মিলে কিছু বাঁশ-ছন আর একটা পুরোন ছেঁড়া টায়ার চাকা যোগাড় করে দিয়েছিল মৃত দেহ সৎকারের জন্যে, মদ খেয়ে বোঁদ হয়ে থাকা যাদু আর ওমপ্রকাশ শ্মশান সাজাতে লাগল অবনীর বহন করে আনা লাকড়ির বোঝা দিয়ে। অবনীর ছেলেটা বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনে রিকশা নিয়ে সোজা শ্মশানে চলে এল। সে শ্মশানের মাটিতে পড়ে ডুকরে কাঁদছে।

কর্কশ বাজখাই গলায় 'হরিধ্বনি' দিয়ে দাহকার্য্য শুরু হল। দাউ দাউ করে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে একটা মৃতদেহ। লাল আগুনের লেলিহান শিখায় অনলকে ততধিক লাল দেখাচ্ছে। মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে অনল দেখতে পেল, একটা মৃত দেহ নয়। লাল আগুনের বুকে দগ্ধ হচ্ছে আস্ত একটা পৃথিবী। যে পৃথিবীর চোখে মহা রিক্ততা, শূন্যতা। আবর্তনের গতি রুদ্ধ। স্থবির পৃথিবী।

জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, লাকড়িওয়ালা অবনী আজ দাহ হচ্ছে তারই বাহিত লাকড়িতে। আর অনল, এখনো জীবিকার কোন পথই খুঁজে পায়নি।

কেমন এক অব্যক্ত জ্বালায় তার বুক দহে মুখ দিয়ে বেড়িয়ে আসছিল মহাশ্মশানের উদ্গীড়িত আগুন। সে পাগলের মত পকেট হাতড়ে বুক পকেটে রাখা ভোটার স্লিপ গুলো বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিল আগুনে। তারপর টলতে টলতে নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চললো।

একটা ভোরের পাখি অনলের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে করুণ মিষ্টি সুরে অন্ধকারের অবসানের জন্যে ডাক দিয়ে গেল।

* * * *